নিড্‌স এসেসমেন্ট ফর ক্লাষ্টার ডেভেলপমেন্ট

বাগেরহাট নারিকেল তেল উৎপাদন শিল্প ক্লাষ্টার -এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে আয়োজিত মত বিনিময় সভার প্রতিবেদন

২২ ফেব্রুয়ারী ২০১৪, রোজ শনিবার, সকাল ১১.০০ ঘটিকা

মা মনসা অটো কোকোনাট অয়েল মিল, বাগেরহাট বিসিক শিল্প নগরী, বাগেরহাট

আয়োজনেঃ এসএমই ফাউন্ডেশন

সহযোগিতায়ঃ বাগেরহাট নারিকেল তেল উৎপাদক ও ব্যবসায়ী সমিতি

নিড্‌স এসেসমেন্ট ফর ক্লাষ্টার ডেভেলপমেন্ট

বাগেরহাট নারিকেল তেল উৎপাদন শিল্প ক্লাষ্টার -এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে আয়োজিত মত বিনিময় সভার প্রতিবেদন

এসএমই ফাউন্ডেশন

রয়েল টাওয়ার, ৪ পান্থপথ, কাওরান বাজার, ঢাকা - ১২১৫, বাংলাদেশ

সূচী পত্রঃ

অধ্যায়ঃ		পৃষ্ঠা নাম্বার
১. সারাংশ	ঃ	
ক. ভূমিকা	.....	৪
খ. লক্ষ্য	.....	৫
গ. কর্ম পদ্ধতি	.....	৫
ঘ. উক্ত ক্লাষ্টার গুরুত্বপূর্ণ কেন	.....	৭
ঙ. যোগাযোগ তথ্যাদি	.....	৭
চ. ব্যবহৃত নথিপত্র	.....	৭
২. ক্লাষ্টারের তথ্যাদি	ঃ	
ক. ক্লাষ্টারে উৎপাদিত পণ্য তালিকা	.....	৮
খ. পণ্যের মাণ ও উৎপাদনশীলতা	.....	৮
গ. ব্যবহৃত কাচাঁমাল	.....	৮
ঘ. বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি	.....	৯
ঙ. উৎপাদন পদ্ধতি	.....	৯
চ. বাজারজাতকরণ পদ্ধতি	.....	১০
৩. প্রাপ্ত তথ্যাদি	ঃ	
ক. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	.....	১১
খ. ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	.....	১১
গ. রপ্তানী সংক্রান্ত তথ্যাদি	.....	১১
ঘ. ভবিষৎ সম্ভাবনা	.....	১১
৪. চিহ্নিত সমস্যাবলী	ঃ	১২
৫. সুপারিশমালা	ঃ	১৩
৬. উপসংহার	ঃ	১৫

অধ্যায় - ১. সারাংশ

ভূমিকাঃ

নারিকেল তেলের বহুমূখী ব্যবহার উপমহাদেশে ঠিক কখন থেকে শুরু হয় তা নির্ধারণ করা কঠিন। প্রচীনকাল থেকেই ঘাঁনি ভাঙ্গা নারিকেল তেল গ্রাম বাংলায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে বাগেরহাটে বাণিজ্যিকভাবে নারিকেল তেল উৎপাদন শুরু হয় আনুমানিক ১৯৫০ - ১৯৫২ সালের দিকে।

গত দশকের শুরুতেও বাগেরহাটে প্রায় ১৫০ টি বাণিজ্যিক নারিকেল তেল উৎপাদন কারখানা সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনা করলেও বর্তমানে এর সংখ্যা ৫০ এর নীচে। ক্রমান্বয়ে এই সংখ্যা কমছে প্রতিনিয়ন। কারখানা বন্ধের মূল কারণগুলোর মধ্যে কাচামালে সীমিত যোগান, ভ্যাট আহরণকারী কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা, আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব, উৎপদন পদ্ধতি আধুনিকায়ন না করা ইত্যাদি কারণ উল্লেখযোগ্য।

বছরে মোট ২৫ - ৩০ লাখ টাকা ভ্যাট প্রদান ও সংশ্লিষ্ট হয়রানির দকল সামলাতে গিয়ে বাগেহাটের নারিকেল তেল উৎপাদন কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে কর্মসংস্থান হারাচ্ছে শত শত শ্রমিক এবং বিনিয়োগ ফেরত না পেয়ে পথে বসছে মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পের আওতাভুক্ত এই সকল শিল্পোদ্যোক্তা। বর্তমান পরিস্থিতি চলতে থাকলে অচীরেই বাগেরহাটের সকল নারিকেল তেল উৎপাদন কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যার ফলে বাংলাদেশ নারিকেল তেলের মত একটি বহুল ব্যবহৃত পণ্যে শতভাগ আমদানী নির্ভর হয়ে যেতে পারে।

নারিকেল তেল একটি আমদানী বিকল্প দেশীয় শিল্প পণ্য হিসেবে সরকার এই শিল্পের মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্প কারাখানাগুলোকে সকল প্রকার কর ও মূসক রেয়াত প্রদান করলে এখনো এই শিল্প কারাখানা গুলো চূড়ান্ত পরিনতি থেকে রেহাই পেতে পারে। এর ফলে সরকারের রাজস্ব আয়ের খুব একটা ক্ষতি হবে বলে মনে হয়না। কারন বর্তমানে আহরিত ২৫-৩০ লাখ টাকা বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজস্বের তুলনায় খুবই নগণ্য।

কাচাঁ ডাবের পানি খাওয়ার প্রবনতার ফলে বর্তমানে বৃহত্তর খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষিরা অঞ্চলে পাঁকা নারিকেলের যোগান ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। যার ফলে নারিকেল তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চ মূল্যেও পর্যাপ্ত পরিমান নারিকেলের যোগান নিশ্চিত করতে পারছে না। অন্যদিকে এই সকল উদ্যোক্তা এতই ক্ষুদ্র যে বিদেশ থেকে (শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মিয়ানমার) নারিকেল আমদানী করে কারখানা সচল রাখার মত আর্থিক বা কারিগরি দক্ষতাও তাদের নেই।

লক্ষ্যঃ

পর্যায়ক্রমিকভাবে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী চিহ্নিত সকল এসএমই ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপনের লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে " নিড্স এসেসমেন্ট ফর ক্লাষ্টার ডেভেলপমেন্ট "-শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় গত অর্থবছরে দুইটি পাইলট সহ মোট পাঁচটি ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপন করা হয়েছিল। বর্তমান (২০১৩-১৪) অর্থবছরে গত বছরের দুইটি সহ মোট দশটি ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপন করা হবে।

এরই ধারাবহিকতায় বিগত ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ তারিখে বাগেরহাট নারিকেল তেল উৎপাদন শিল্প ক্লাষ্টার -এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এবং ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ তারিখে ১০ জন উদ্যোক্তার বিশেষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের কাছ থেকে উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়নের অন্তরায় সমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন / সরকার / উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠান সমূহ কী কী পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে সেগুলো নির্ধারণ করা।

কর্ম পদ্ধতিঃ

সাড়া দিনব্যাপি একটি উম্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের কাছ থেকে উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়নের অন্তরায় গুলো চিহ্নিত করণ এবং উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা পরিচালনা করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার আলোকে আলোচনা সঞ্চালনা করা হয়েছে। একই সাথে প্রশ্নমালাটি বিতরণ করে উদ্যোক্তাগণের দ্বারা পূরণ করানো হয়েছে। এর ফলে আলোচনার মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণের মৌখিক এবং প্রশ্নমালা পূরণের মাধ্যমে লিখিত মতামত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

প্রথম দিন আলোচনা পরবর্তী সময়ে প্রায় ৪-৫ টি কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শণ করা হয়। পরিদর্শনের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয় যে, বৈঠকে উপস্থাপিত বিষয়াবলীর সাথে বাস্তবের কতটুকু সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

এছাড়াও প্রত্যেক উদ্যোক্তা যেন নির্ভয়ে / অসংকুচে নিজের অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলেধরতে পারেন তাই পরের দিন ১০ জন উদ্যোক্তাকে এককী একটি রুমে ডেকে এবং তাদের স্বস্ব কারখানায় গিয়ে তাদের একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। উক্ত একান্ত সাক্ষাৎকারে উদ্যোক্তাগণের দাহ্যিক আচরণ ও ব্যাক্তিত্বের উপর করা নজরদারীর করে বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে তারা সত্য উপস্থাপন করছেন কী না। একই ইস্যুতে ভিন্ন ভিন্ন

উদ্যোক্তাগণের প্রদত্ত তথ্য উপাত্তের মধ্যে তুলনা করার সুযোগ হয়েছে এই একান্ত সাক্ষাৎকারগুলোর ফলাফল থেকে।

বাগেরহাট নারিকেল তেল উৎপাদন শিল্প ক্লাষ্টার গুরুত্বপূর্ণ কেন?

বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে নারিকেল তেল একটি বহুল ব্যবহৃত কেশতেল। এছাড়াও এই তেলের বহুবিধ (যন্ত্রপাতি, ভোজ্য, ঔষধি) ব্যবহার রয়েছে । বর্তমানে বাগেরহাট সদরে প্রায় ৩৫-৪০ টি সচল এবং ২০-২৫টি বন্ধ নারিকেলতেল উৎপাদন কারখানা রয়েছে। নারী ও পুরুষ উভয়েই এই শিল্পের কর্মী হিসেবে কাজ করছে। তবে এসএমই ফাউন্ডেশন পরিচালিত ক্লাষ্টার ম্যাপিং গবেষণায় এই সংখ্যা ৩৫টি কারখানা বলে উল্লেখ রয়েছে। তারা শতভাগ দেশীয় কাচাঁমাল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এই শিল্পকে সচল রেখে চলেছেন। একটু সহায়তা পেলেই এই ক্লাষ্টার জাতীয় অর্থনীতিতে আরো বেশী পরিমানে অবদান রাখতে পারবে। কারণ এটি বাংলাদেশের নিজস্ব কাঁচামাল ব্যবহার করে আমদানী বিকল্প একটি বহুল ব্যবহৃত পণ্য উৎপাদন করে চলেছে।

বাগেরহাটে উৎপাদিত নারিকেল তেল (নারিকেল ক্রোড অয়েল) বাংলাদেশে ছাড়াও ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়শিয়া, নেদারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর এবং শ্রীলঙ্কায় উল্লেখযোগ্য পরিমানে উৎপাদিত হয়ে থাকে। এই সকল দেশে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতি উচ্চ মান সম্পন্ন নারিকেল তেল উৎপাদন করা হয়। যাদের রপ্তানী আয়ের উল্লেখযোগ্য পরিমানে নারিকেল তেল থেকে আসে। অতএব; উপরোল্লেখিত যেকোন একটি দেশের বেষ্ট প্রাকটিস গুলো আমরা বাংলাদেশে র‍্যপ্লিকিট করতে পারলে আমাদের এই শিল্প বহুদূর এগিয়ে যাবে।

যোগাযোগ তথ্যাদিঃ

রাজধানী ঢাকার সাথে বিভাগীয় শহর খুলনার যোগাযোগ ব্যবস্থা সড়ক ও রেল দুই পথেই ভাল। খুলনা শহর থেকে বাগের হাটে বাসে যেতে সময় লাগবে ৪০-৪৫ মিনিট। বাগেরহাট সদরের নাঁগের বাজার আশপাশের এলাকা জুরে উক্ত ক্লাষ্টারটি অবস্থিত।

ব্যবহৃত নথিপত্রঃ

উদ্যোক্তাগণের সাথে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় একটি প্রশ্নমালা (সংযুক্তি - ১) ব্যবহার করা হয়। সভায় উপস্থিতি তালিকা (সংযুক্তি - ২) এত্দ সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

অধ্যায় - ২. ক্লাষ্টারের তথ্যাদি

ক্লাষ্টারে উৎপাদিত পণ্য তালিকাঃ

নারিকেল তেল (ক্রোড গ্রেড), অয়েল কেক, নারিকেলের ছুবা (যা কয়েল তৈরীর কাঁচামাল), নারিকেলের মালা (যা হতে বোতাম তৈরী করা হয়) হচ্ছে এই ক্লাষ্টারের প্রধান পণ্য।

পণ্যের মাণ ও উৎপাদনশীলতাঃ

বাগেরহাটে দেশীয় নাকিেল হতে ক্রোড গ্রেডের নারিকেল তেল উৎপন্ন হয়ে থাকে যার চাহিদা মূলত খুলা তেল হিসেবে স্থানীয় ও গ্রামীণ পর্যায়ে জাতীয় পর্যায়ে বিস্তৃত। এই তেল মূলতঃ মেশিন অয়েল, কেশ তেল ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভোজ্য তেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তবে আর একধাপ এগিয়ে এই তেলকে রিফাইন করা সম্ভব হলে এটি হতে পারে অতি উচ্চমাণের একটি কেশতেল, যার চাহিদা ও মূল্য উভয়ই বৃদ্ধি পাবে। সেকেলে দেশীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে উক্ত কাষ্টারের উৎপাদনশীলতাও কম। তাই সামান্য প্রযুক্তি সেবা দিতে পারলে এই ক্লাষ্টারটি হতে পারে আমদানী বিকল্প পণ্য উৎপাদনের একটি আদর্শ শিল্প নগরী।

ব্যবহৃত কাঁচামালঃ

নারিকেল হচ্ছে এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। এছাড়াও উৎপাদন উপকরণ হিসেবে কড়াই, দা,টুকরা করার যন্ত্র (চপার), ভাজাঁর যন্ত্র (ফ্রাইয়ার), ঘাঁনি, ছাঁকনী সহ দেশীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে এই শিল্পে ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতিই স্থানীয় ওর্য়াকশপগুলোতে তৈরী হয়। স্থানীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে অয়েল কেকগুলোতে ২০-২৫% তেল থেকে যায় এবং পরিশোধনের পরেও যথাযথ মাণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার মাধ্যমে এই শিল্পের উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের মাণ উভয়ই বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিঃ

ক্লাষ্টারের প্রধান যন্ত্রপাতি গুলো হচ্ছে কড়াই, দা,টুকরা করার যন্ত্র (চপার), ভাজাঁর যন্ত্র (ফ্রাইয়ার), ঘাঁনি, ছাঁকনী, তেলের টিন ইত্যাদি।

উৎপাদন পদ্ধতিঃ

বর্তমানে এই ক্লাষ্টারে মূলত দেশীয় পদ্ধতিতেই নারিকেল তেল উৎপাদন করা হয়ে থাকে। এটি মূলত পুরানো গরু চালিত ঘাঁনির যান্ত্রিক সংযোজন, ১৯৬০ এর দশকে প্রথম জাপান থেকে একজন উদ্যোক্তা একটি সেমি অটো মেশিন নিয়ে আসেন, স্থানীয় ওয়ার্কশপে এর নকল মেশিন তৈরীর মাধ্যমে এই ক্লাষ্টারের ঘাঁনি গুলো যান্ত্রিক যুগে প্রবেশ করে।

নারিকেল গুলো খোসা ছাড়িয়ে ভেঙ্গে পানি ফেলে দেওয়া হয়। নারিকেলের স্বাশ দা দিয়ে টুকরো করে কেটে রুদে শুকানো হয়। তার পর চপিং মেশিনে আঠালো এক ধরণের সেমি তরলে পরিনত করা হয়। উক্ত তরল ফ্রায়িং মেশিনে ভেঁজে ঘাঁনিতে পিষে তেল সংগ্রহ করা হয়।

সংগ্রহকৃত তেল ছাকনি মেশিন দিয়ে ছেকে আবারো রুদে শুকানো হয় এবং টিনের পাত্রে বাজারজাত করা হয়। অপরদিকে নারিকেলের খোসা মশার কয়েল তৈরীর কাচাঁমাল হিসেবে কয়েল প্রস্তুতকারীদের নিকট বিক্রি করা হয়।

নারিকেলের মালা হতে রুতাম সহ বিভিন্ন প্রকার হ্যান্ডিক্রাফট তৈরী হয়ে থাকে। তবে কারখানাগুলোতে গ্যাস সংযোগ না থাকায় অধিকাংশ কারখানায় মালার একটি অংশ জালানী হিসেবে পুরিয়ে ফেলা হয়।

বাজারজাতকরণ পদ্ধতিঃ

বাগেরহাট সদরের নাগের বাজার ও বিসিক এলাকায় অবস্থিত নারিকেল তেল ক্লাষ্টারে উৎপাদিত তেল স্থানীয় বাজারেই বিক্রি করা হয়। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত পাইকারগণ হাটবারে এসে টিনজাত নারিকেল তেল সংগ্রহ করে। এখানে উৎপাদতে তেল সমগ্র বাংলাদেশে প্রধানত খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষিরা, যশোর, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, বগুরা ও দিনাজপুরে সরবরাহ হয়ে থাকে।

অধ্যায় - ৩. প্রাপ্ত তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

১৯৫০-৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও অদ্যবধি সরকারী, বেসরকারী, উন্নয়ন সহযোগি কোন প্রতিষ্ঠানই এখানকার উদ্যোক্তা বা শ্রমিকদের দক্ষতা ও পণ্যের মাণ উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করে নাই।

ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

এখানকার বেশীরভাগ উদ্যোক্তাই নিজস্ব পুজিঁ বিনিয়োগ করে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। তবে এখানকার বিত্তবান উদ্যোক্তাগণ সি.সি ঋণের মাধ্যমে তাদের ব্যাংক ঋণের চাহিদা মিটিয়ে থাকেন। তবে সি.সি ঋণের সুদের হার উচ্চ হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই তারা ব্যাংক ঋণের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ইসলামী ব্যাংক, ব্রাক ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, পুবালী ব্যাংক, আইএফআইসি ব্যাংক, জনতা ও সোনলী সহ আরো কিছু সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংক এই ক্লাষ্টারে ইতোমধ্যেই অর্থ্যায়ন করছে।

তাই এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোল সেলিং কার্যক্রমের আওতায় উক্ত ক্লাষ্টারে অর্থ্যায়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উক্ত ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের ঋণের চাহিদা জন প্রতি ৫-১০ লক্ষের মধ্যে।

রপ্তানী সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

উক্ত ক্লাষ্টারে প্রধানত অপরিশোধিত নারিকেল তেল উৎপাদিত হয়ে থাকে। তাই এখানকার তেল রপ্তানীযোগ্য নয়।

ভবিষৎ সম্ভাবনাঃ

আমদানী বিকল্প নারিকেল তেল একটি অতি পরিচিত পণ্য। উপমহাদেশের প্রায় প্রতিটি পরিবারেই এর কম বেশী চাহিদা রয়েছে। কিন্তু এখানকার উৎপাদিত তেল অপরিশোধিত হওয়ায় শুধুমাত্র নিম্ন আয়ের মানুষরাই এই তেলের প্রধান ক্রেতা। একটি রিফাইন মেশিন স্থাপন করে এখানকার তেল পরিশোধনের মাধ্যমে সকল শ্রেনীর নিকট গ্রহণযোগ্য করে বাজারজাত করা হলে নারিকেল তেল আমদানী বাবদ ব্যায়িত বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হতে পারে। একই সাথে বেচেঁ যেতেপারে একটি দেশীয় শিল্প।

অধ্যায় - ৪. চিহ্নিত সমস্যাবলী

উক্ত ক্লাষ্টারের প্রধান প্রধান সমস্যাবলী নিম্নরূপঃ

১. উন্নত পরিশোধন যন্ত্র (রিফাইন মেশিন) না থাকা।

২. উৎপাদিত পণ্যের মাণ যাচাই করার জন্য টেষ্টিং যন্ত্রপাতির অভাব।

৩. ভ্যাট সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা।

৪. স্বল্প সুদে ব্যাংক /শিল্প ঋণের অভাব।

৫. উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিক কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব।

৬. প্রশিক্ষণের অভাব।

৭. বাজারজাতকরণ সহায়তা না পাওয়া।

৮. আধুনিক ই-মার্কেটিং, ই-বিজনেস সম্পর্কে ধারণা না থাকা।

৯. আমদানীকৃত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাওয়া।

১০. কাঁচামাল (পাকাঁ নারিকেল) এর অপ্রতুলতা।

১১. নারিকেল ব্যবহারের কোন নীতিমালা না থাকা।

১২. যত্র তত্র মোবাইল ফোন টাওয়ার স্থাপনের ফলে দিন দিন নারিকেল এর উৎপাদন হ্রাস পচ্ছে।

অধ্যায় - ৫. সুপারিশমালা

বাগেরহাট সদরের নাগের বাজার ও বিসিক এলাকায় অবস্থিত নারিকেল তেল ক্লাষ্টার -এর উন্নয়নে নিম্নোক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারেঃ-

ক. স্বল্প মেয়াদী (৬ মাস থেকে ১২ মাসের মধ্যে)ঃ

১. এসএমই ফাউন্ডেশনের টেকনোলজী উইং হতে উক্ত ক্লাষ্টারে একটি পরিশোধন (রিফাইনারী) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায় কী না এর সম্ভাব্যতা যাচাই করা যেতে পারে।

২. অপচয়হ্রাস ও পণ্যের মাণ উন্নয়ন করার জন্য উৎপাদন পদ্ধতির উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩. পলিসি এ্যাডভোকেসী উইং কর্তৃক উক্ত ক্লাষ্টারকে টার্ণওভার টেক্স এর আওতাভুক্ত / আমদানী বিকল্প দেশীয় শিল্প হিসেবে ভ্যাট মওকুফ করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪. এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কার্যক্রমের আওতায় উক্ত ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণকে স্বল্প সুদে ঋণ দানের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫. আইসিটি, ই-কমার্স এবং ই-মার্কেটিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬. দাপ্তরিক রপ্তানি পদ্ধতির উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

খ. মধ্য মেয়াদী (১ বছর থেকে ৩ বছরের মধ্যে)ঃ

১. নারিকেল তেল উৎপাদন শিল্পের উক্ত ক্ল্যাষ্টারকে আমদানী বিকল্প দেশীয় শিল্প হিসেবে ট্যাক্স ও ভ্যাট মওকুফ করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২. শ্রীলংঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এই শিল্পে উন্নত। তাই উক্ত দেশ সমুহের কোন একটি পরিদর্শণ পূর্বক নারিকেল তেল উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিকায়নের ব্যবস্থা করা।

৩. পাকাঁ নারিকেলের সরবরাহ বৃদ্ধি / আমদানী করে লাভজনকভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

৪. উৎপাদিত পণ্যের মাণ যাচাই করার জন্য একটি টেষ্টিং ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

গ. দীর্ঘ্য মেয়াদী (৩ বছরের অধিক সময়ের মধ্যে) ঃ

১. উক্ত শিল্পের কাচাঁমালের যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আর্কষণ করা।

২. বাগের হাট সদরের নাগের বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত নারিকেল তেল উৎপাদন ক্লাষ্টারকে সমন্বিত উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে আমদানী বিকল্প এই শিল্প ক্লাষ্টারকে পুনঃজীবন দান করা যেতে পারে।

অধ্যায় - ৬. উপসংহার

উপমহাদেশের প্রতিটি পরিবারেই কেশ, ভোজ্য তেল হিসেবে নারিকেল তেলের চাহিদা বিদ্যমান। বাংলাদেশ বর্তমানে বছরে প্রায় শত কোটি টাকার (বিভিন্ন এইচ এস কোডে; আইটিসি ট্রেড ম্যাপ - ২০১২) নারিকেল তেল বা এর কাচাঁমাল আমদানী করে থাকে। কিন্তু ১৯৫০ সাল হতেই বাগের হাটে নারিকেল তেল উৎপাদন ক্লাষ্টারের যাত্রা শুরু হয়। প্রথম ১৯৫৪ সালে জাপান থেকে একটি সেমি অটো মেশিন স্থাপনের মাধ্যমে এখানকার প্রযুক্তির আধুনিকায়ন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে স্থানীয় পর্যায়ে উক্ত মেশিনের নকল তৈরীর মাধ্যমে প্রায় সকল কারখানাই সেমি অটো করা হয়। তার পর গত ৬০ বছরেও আর কোন প্রযুক্তগত উন্নয়ন হয়নি এই ক্লাষ্টারের। সুতরাং বর্তমানে উক্ত ক্লাষ্টারের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বিশেষকরে পরিশোধন করার যন্ত্র স্থাপন একান্তভাবে জরুরী। এছাড়াও ক্রমান্বয়ে কাচাঁ নারিকেল (ডাব) খাওয়া জনপ্রিয় হয়ে উঠার কারণে এবং যত্র তত্র মোবাইল ফোনের টাওয়ার স্থাপনের কারণে নারিকেলের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে বলে স্থানীয় অনেকেই মনে করছেন।

ভ্যাট সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা এই ক্লাষ্টারের অকাল মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করছে বলে অনেকের অভিযোগ। তাই উক্ত বিষয়ে ফাউন্ডেশন পলিসি এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম হাতে নিতে পারে যেন একটি যৌক্তিক পর্যায়ে ভ্যাট / ট্যাক্স নির্ধারণের মাধ্যমে এই ক্লাষ্টারটি রক্ষা করা সম্ভব হয়। উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিকায়ন ও পণ্যের মাণ উন্নয়ন করার উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে উক্ত ক্লাষ্টাওে উৎপাদিত তেলে মাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

স্বল্প সুধে ব্যাংক ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে উক্ত ক্লাষ্টারের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও কাচাঁমাল আমদানী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এতেকরে একদিকে যেমন মৃতপ্রায় উক্ত ক্লাষ্টারটি পুনঃজীবন লাভ করবে অন্যদিকে প্রতিবছর বিপুল পরিমানে নারিকেল তেল আমদানী বাবদ ব্যায়িত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।